সত্যমেব জয়তে

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

নং-৩৯৬-পি.সি.এম.
২১ জানুয়ারি, ২০০৮

সম্প্রতি সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী শুমারির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গৃহপালিত প্রাণী, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও মৎস্য সংক্রান্ত শুমারির ইংরেজি প্রতিবেদনের একটি বাংলা সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি। রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

রাজ্যের প্রতিটি জেলার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের যথাক্রমে মৌজা ও পাড়াভিত্তিক গৃহপালিত প্রাণীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-সংবলিত এই বইটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই প্রকাশনাটির সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

ANISUR RAHAMAN
MINISTER-IN-CHARGE
Deptt of Animal Resources Dev
Govt of West Bengal
Writers' Buildings
Kolkata- 700 001
Ph No (033) 2214-3664 (Off)
Fax No (033) 2214-5213

সত্যমেব জয়তে

আনিসুর রহমান
মন্ত্রী
প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলকাতা - ৭০০ ০০১

অবতরণিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকার দ্বারা পরিচালিত সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও মৎস্য সংক্রান্ত শুমারি এ রাজ্যে যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে, ১৫ই অক্টোবর ২০০৩ কে ভিত্তি তারিখ হিসেবে ধরে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি (যার ইংরেজী সংস্করণ ও সি.ডি. প্রকাশিত হয়েছে গত ২৪.২.২০০৬ তারিখে) প্রতি জেলার গ্রামাঞ্চল / শহরাঞ্চল ও মৌজা / পাড়া ভিত্তিক বিশদ তথ্য সমৃদ্ধ। এই রিপোর্টটির আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হ'ল গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে মৌজা, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা (গ্রামাঞ্চল) ও সর্বোপরি জেলা (গ্রামাঞ্চল) ভিত্তিক এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড, পৌর এলাকা, মহকুমা (শহরাঞ্চল) এবং জেলা (শহরাঞ্চল) ভিত্তিক প্রাণী সংক্রান্ত তথ্যের মানচিত্র সহ ভৌগোলিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার (GIS) প্রবর্তন - যা এ রাজ্যে এই প্রথম।

প্রাণী শুমারির এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যারা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যুগ্ম অধিকর্তা (পরিসংখ্যান) ও অতিরিক্ত রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক ডঃ পি.কে. ভট্টাচার্য্য, পরিসংখ্যান আধিকারিক ও উপ-রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক শ্রী তুষার রঞ্জন নাথ এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারী। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ।

তথ্য সমৃদ্ধ, প্রামাণ্য এই প্রতিবেদন প্রাণী পালন ক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের কাজে ও এই ক্ষেত্রের পরিকল্পনা প্রণেতাদের উন্নয়নমূলক খসড়া তৈরিতে, বিশেষ করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা সহ সকল সদস্য / সদস্যাদের ও সর্বোপরি প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মী আধিকারিকদের বিশেষ সাহায্য করবে বলে আমি আশা রাখি ।

কলকাতা
১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৭

(আনিসুর রহমান)

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, আই.এ.এস.
প্রধান সচিব
প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন / ফ্যাক্স (০৩৩) ২২১৪-৩৬৯০ ২২১৪-৫০০৬

DILIP KUMAR CHAKRABORTY, I.A.S.
Principal Secretary
Animal Resources Development Department
Government of West Bengal
Writers' Buildings, Kolkata-700 001
Tele/Fax (033) 2214-3690/2214-5006

এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সপ্তদশ প্রাণী শুমারির (ভিত্তি তারিখ ১৫.১০.২০০৩) পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ প্রতিবেদন । প্রতি জেলার মৌজা / পাড়া স্তর পর্যন্ত গৃহপালিত প্রাণী ও মুরগির সংখ্যা, কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ এবং প্রাণী পালন ও মৎস্য চাষের পরিকাঠামো সম্পর্কিত প্রামাণ্য ও সাম্প্রতিক তথ্য সম্বলিত এই প্রতিবেদন প্রমাণ করে যে শুমারি পরিচালনা ও সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশ করা উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা ও তৎপরতার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরলস সহযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রকাশনার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এই কাজে বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা (পরিসংখ্যান) ও অতিরিক্ত রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক ডঃ পি.কে. ভট্টাচার্য এবং পরিসংখ্যান আধিকারিক ও উপ-রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক শ্রী টি.আর. নাথের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে ।

প্রাণী শুমারি সংক্রান্ত তথ্য যাদের কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক, তাদের কাজে এই বিপুল ও প্রামাণ্য তথ্যাবলীর উপযোগিতা অনস্বীকার্য হবে এই আশা রাখি ।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০৭

(দিলীপ কুমার চক্রবর্তী)

ডাঃ দিলীপ কুমার দাস
অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কার্যালয়
মহাকরণ, ব্লক এফ (৪র্থ তল), কলকাতা ১ এবং
নব মহাকরণ (৪র্থ তল), ১, কে এস রায় রোড, কলকাতা ১
দূরভাষ (০৩৩)২২৪৮ ৫৫৪৫/৬২৭১, ২২৪৩ ৯২৮৪ সম্প্রসারণ ৩০৩৫
মোবাইল ৯৩৩১২৭৫৫১১
ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮ ৫৫৪৫/২২৪৩ ৯২৮৪
ই মেল ডিএএইচভিএসডব্লিউবিঅ্যাটরেডিফমেল কম

DR. DILIP KUMAR DAS
Director of Animal Husbandry & Veterinary Services, West Bengal
Government of West Bengal
Office :
Writers' Buildings, Block-F (4th Floor), Kolkata-1
and New Secretariat Buildings (3rd Floor)
1, K. S. Ray Road, Kolkata-1
Tel : (033)2248-5545/6271,2243-9284 Ext 3035
Mobile : 9331275511
Tele Fax : (033) 2248-5545/2243-9284
E mail : dahvswb@rediffmail.com

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও মৎস্য সংক্রান্ত শুমারি পরিচালনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকারের। শুমারির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল সম্পূর্ণ গণনা, তদারকি, গণনা ও ছক তৈরি, সম্পূর্ণ তথ্য কম্পিউটারে নথিভুক্ত করা, এ সংক্রান্ত সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা এবং যথাসময়ে প্রতিবেদন পেশ করা। ভারত সরকার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করে।

প্রাণী শুমারির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ও সংজ্ঞার কিছু কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন হেতু প্রতি শুমারিতেই কাজের সুযোগ ও পরিধি বৃদ্ধি পায়। এই বছরেও খরগোশ ও সংকর গরুর প্রজাতি ভিত্তিক তথ্য নতুন সংযোজন হয়েছে।

এই বিভাগের সেইসব কর্মচারী ও আধিকারিক, যারা বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে প্রাণী শুমারির কাজ সুসম্পন্ন করেছেন, তাদের উদ্যোগ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

একথা উল্লেখ্য যে যুগ্ম অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ (পরিসংখ্যান) এবং অতিরিক্ত রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক ডঃ পি.কে. ভট্টাচার্যের সঠিক পথ নির্দেশ এবং পরিসংখ্যান আধিকারিক ও উপ রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক শ্রী টি.আর. নাথ ও অধিকারের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

নিঃসন্দেহে এই শুমারি লব্ধ তথ্যাবলী প্রাণী পালন, মুরগি পালন, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণারত অসংখ্য গবেষক ও পরিকল্পনা প্রণেতাদের কাজে লাগবে। পশ্চিমবঙ্গে মাইক্রো স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যাদি কাজে লাগানো গেলে তবেই এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

(দিলীপ কুমার দাস)

প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
এম.এস.সি. (পরিসংখ্যান), পি.এইচ.ডি.
যুগ্ম অধিকর্তা, প্রাণী পালন (পরিসংখ্যান)
প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, ব্লক-এফ, ৫ম তল, কলকাতা ১
দূরভাষ : (০৩৩) ২২৫৪-৪২৬৩

P.K. BHATTACHARJEE
M.Sc. (Statistics), Ph.D.
Joint Director of Animal Husbandry (Statistics)
Directorate of Animal Resources & Animal Health
Government of West Bengal
Writers' Buildings,
Block-F, 4th Floor, Kolkata-1
Phone : (033) 2254-4263

সপ্তদশ প্রাণী শুমারির প্রযুক্তিগত দিক

গৃহপালিত প্রাণীর মোট সংখ্যা এবং এর নানা প্রজাতিগত ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উৎস হল প্রাণী শুমারি। ভিত্তি তারিখ ১৫.১০.২০০৩ ধরে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীন প্রাণী পালন, দোহ ও মৎস্য বিভাগ ১৭তম এই প্রাণী শুমারি পরিচালনা করে।

বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সংশ্লিষ্ট সরকার এই শুমারি সম্পাদনার দায়িত্বে থাকে। এটি মূলতঃ পরিসংখ্যান ভিত্তিক একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড। একই সঙ্গে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মূলক বিবিধ কর্মসূচী রূপায়নের জন্য রাজ্যের ও দেশের গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যার গঠনগত বা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা করার ক্ষেত্রেও এই শুমারি একান্ত অপরিহার্য। এই শুমারি প্রাণী গণনা ছাড়াও মৎস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করে।

১৯১৯-২০ সালে প্রথম প্রাণী শুমারি শুরু হয় এবং পরবর্তী শুমারি প্রতি ৫ বছর অন্তর করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত মোট ১৭টি প্রাণী শুমারি সম্পন্ন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সংকর গরুর প্রজাতি ভিত্তিক তথ্য এবং খরগোশের তথ্য সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয় সপ্তদশ প্রাণী শুমারিতে। জার্সি, হলস্টিন ইত্যাদির মত স্বীকৃত প্রজাতির গবাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে আগের বারের মত বর্তমান রিপোর্টেও সংকর এবং দেশি গরুকে একত্র করা হয়েছে - যাতে অতীতের অবস্থার সাথে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রতিটি বাড়ির জন্য যে প্রশ্নের তালিকা তৈরী করা হয়েছে তা থেকে বাড়ি পিছু মোট ২৮৮টি বা আরো বেশি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও প্রতিটি মৌজা এবং ওয়ার্ড থেকে গবাদি প্রাণী এবং মৎস্য এই দুটি ক্ষেত্রের পরিকাঠামো সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। ফিল্ড ওয়ার্কাররা বাড়ি বাড়ি গণনার মাধ্যমে বাড়ি ও প্রতিষ্ঠান, সংস্থাভিত্তিক গবাদি প্রাণী, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকো ইত্যাদির (সেই সঙ্গে মৎস্য চাষ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মোট কতজন নিযুক্ত আছেন তারও হিসেব পাওয়া যায়) মোট সংখ্যা সুনিশ্চিত করে।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক স্তরের এই কাজ প্রধানত প্রাথমিক সমীক্ষা কর্মীরা করে থাকেন। যাদের নিয়োগ করা হয় প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ এবং প্রাণীবন্ধুদের মধ্য থেকে।

রাজ্যের সবকটি জেলাতে নির্দেশিকা সম্বলিত পুস্তিকা পাঠানো হয়েছে। ভারত সরকারের প্রাণী পালন, দোহ ও মৎস্য বিভাগের অধিকর্তার উপস্থিতিতে রাজ্য সদরে রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছিল। রাজ্য স্তরের প্রাণী শুমারি আধিকারিকগণ, হেড কোয়ার্টারের পরিসংখ্যান শাখার আধিকারিকগণ প্রশিক্ষণ দেন ব্লক, পৌরসভা ও মহকুমা প্রাণী শুমারি আধিকারিকদের। একটি ট্যাবুলেশন পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সবকটি জেলায় সেটি পাঠানো হয়েছে ট্যাবুলেটেড ফর্মে তথ্য সংগ্রহের জন্য।

প্রাণী শুমারির চারটি স্তর আছে - গবাদি প্রাণী, হাঁস মুরগি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য। এই চারটি পর্যায়ে একত্রে প্রচুর তথ্য সংকলন করতে হয় বলে এই কাজের উপযোগী একটি কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে (Livestock Census Mangement System)। পশ্চিমবঙ্গে সর্ব প্রথম এই শুমারির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে GIS (ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা) প্রযুক্তি যার সাহায্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি স্তরে গবাদি প্রাণী সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিজিটাল মানচিত্রের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী, কৃষি যন্ত্রপাতি ও মৎস্য সংক্রান্ত শুমারিতে যাবতীয় তথ্য (মৌজা, পাড়া স্তর পর্যন্ত) প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও জেলাভিত্তিক রঙিন গ্রাফ এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক লেখা রাজ্যের গবাদি প্রাণী সংক্রান্ত এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে।

রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী আনিসুর রহমান, এই বিভাগের সচিব শ্রী এস.কে. দাস, আই.এ.এস., এবং ডাঃ এস.কে. দাশগুপ্ত, অধিকর্তা-কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এদের মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া একাজ করা সম্ভব হত না।

ডাঃ দিলীপ কুমার দাস, মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা-কেও ধন্যবাদ জানাই তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রাণীবন্ধুদের নিয়োগে তার সহযোগিতা এবং উৎসাহের জন্য।

ডঃ এস. পান রীডার, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, গবাদি প্রাণী প্রজাতিগুলির বিবরণ সম্বলিত একটি মূল্যবান লেখা, জেলাভিত্তিক গবাদি প্রাণীর বিন্যাস এবং অন্যান্য গবেষণামূলক লেখা দিয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মচারী ও আধিকারিকদের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এই তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ সম্ভব হত না।

শ্রী টি.আর. নাথ, পরিসংখ্যান আধিকারিক এবং উপ-রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে সপ্তদশ শুমারির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সম্বলিত বইগুলি ন্যূনতম সম্ভাব্য সময়ে প্রকাশ করার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। উনি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংকলনের কাজ, ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি, বিশ্লেষণমূলক গ্রাফ, চার্ট, সারণি ইত্যাদি প্রস্তুত করেছেন। তিনি ডঃ অরিন্দম কুণ্ডু, সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (পরিসংখ্যান) ও শ্রীমতি সুপ্রিয়া রায়, বাংলা অনুবাদক-এর সহযোগিতায় প্রতিটি জেলার পরিচিতি তৈরি করেছেন। শ্রীমতি সুপ্রিয়া রায় সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এবং পৃথকভাবে ১৯টি জেলার প্রতিটির তথ্য সমৃদ্ধ বিশদ ভূমিকা বা পরিচয়লিপি তৈরি করে এক গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সঙ্গে এই বিভাগের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, কারণ তাদের অক্লান্ত সহযোগিতা ছাড়া স্বল্প সময়ে এই বিপুল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

বই ছাপানো, কম্পিউটারাইজড ট্যাবুলেশন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিল্পবার্তা প্রিন্টিং প্রেসকেও ধন্যবাদ জানাই।

আশা রাখি, প্রাণী শুমারির প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিপুল ও বহুবিধ তথ্য সম্ভার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী, গবেষক, তথ্য সংগ্রহকারী ও সরকারি নীতি নির্ধারকদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য

(প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য)
যুগ্ম অধিকর্তা, প্রাণী পালন (পরিসংখ্যান)
এবং
অতিরিক্ত রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক,
সপ্তদশ প্রাণী শুমারি, পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০৭

স্বীকৃতি

আজ এই তথাপ্রযুক্তির যুগে প্রাথমিক তথ্য অর্থাৎ শুমারির কাজের অসীম গুরুত্ব আছে। এই তথ্য ছাড়া কোন উন্নয়নের কাজ করা যায়না, কোন পরিকল্পনা ও হাতে নেওয়া যায়না।

বাঁকুড়া জেলাতেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী শুমারি, কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

আন্তরিক প্রশংসা তাঁদের প্রাপ্য যারা তৃণমূল স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রাণী শুমারির কাজ সম্পাদন করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

সর্বপ্রথমে আমি ডাঃ অমবেশ চাটার্জী, তৎকালীন রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক ও ডাঃ স্বপন কুমার দাশগুপ্ত, বর্তমান রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিককে এই কাজের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে জানানোর জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি ডাঃ পি.কে. ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক ও শ্রী টি. আর. নাথ, উপ-রাজ্য প্রাণী শুমারি আধিকারিক এবং সদর কার্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে এই শুমারির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁদেব সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

আমি বাঁকুড়ার জেলা সমাহর্তার দপ্তরের, বাঁকুড়া জেলা পরিষদের দপ্তরের, মুখ্য কৃষি আধিকারিকের দপ্তরের, জেলা মৎস্য চাষ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আমার সহকর্মীদের, সহ আধিকারিকদের, গবাদিপশুর সহ-তত্ত্বাবধায়ক এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

আমাব দপ্তরের হিসাবরক্ষণ শাখার কর্মীদেরও প্রশংসা প্রাপ্য।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত ব্লক প্রাণী শুমারি আধিকারিক ও সংকলকদের যাবা বিভিন্ন ব্লক ও পৌরসভাতে শুমারির কাজে নিযুক্ত।

পরিশেষে, যারা বাড়িভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে এই বিশাল শুমারির সিংহভাগ কাজটাই করেছেন সেইসব গণনাকারীদের (প্রাণী বিকাশ সহায়ক ও প্রাণীবন্ধু) জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ডাঃ মিহির সতপতি
উপ-অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও পরিষদ আধিকারিক
এবং
জেলা প্রাণী শুমারি আধিকারিক, সপ্তদশ প্রাণী শুমারি
বাঁকুড়া

২০শে জানুয়ারি, ২০০৬